দৈনিক ইনকিলাব

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 2 8 JAN 1989
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩
৪

শিক্ষাঙ্গন

নিরক্ষরতা দূরীকরণে আমাদের কর্তব্য

শিক্ষিত ব্যক্তিরাই কেবলমাত্র নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে জাতিকে মুক্ত করতে পারেন। শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার। এই মৌলিক অধিকার থেকে দেশের সিংহভাগ জনগণই বঞ্চিত বিধায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি, দারিদ্র্যতা, অপুষ্টি জীবনযাত্রার নিম্নমান জাতীয় সমস্যাগুলো পর্যায়ক্রমিকভাবে অবস্থান করছে। নিরক্ষরতা দূরীকরণে শিক্ষিত ও সচেতন জনগণ কিভাবে অংশগ্রহণ করবে এবং কি প্রক্রিয়ায় তাদের কাজ শুরু করবে তা নির্ধারণে সর্বাগ্রে প্রয়োজন পরিকল্পনা প্রণয়নের। যেহেতু শিক্ষিত ও সচেতন জনগণ সমাজের বিভিন্ন অংশে এবং বিভিন্ন অবস্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, তাই সর্বপ্রথম তাদের কাজকে এবং কাজের প্রক্রিয়াকে ক্ষুদ্র পরিসরে শুরু করতে হবে। যেমন পাড়ার একজন সচেতন সুশিক্ষিত, নিবেদিত অধ্যাপক মহল্লার সব বেকার যুবকদের দিয়ে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করতে পারেন। পরবর্তীতে তার কার্যক্রমের বিস্তৃতি এবং ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাবে। দেশে এখনও অনেক বিবেকবান এবং সচেতন ব্যক্তি রয়েছেন যারা দেশকে সুন্দরভাবে গঠন করতে চান, উন্নত করতে চান। কিন্তু তাদের এই মহৎ বাসনা সুপ্ত অবস্থায় রয়েছে। তবে কিছু কিছু পদক্ষেপ আমরা নিজেরা অর্থাৎ শিক্ষিত ব্যক্তিরা ব্যক্তিগত উদ্যোগে গ্রহণ করতে পারি।

যেমন (১) বাড়ীতে গৃহপরিচারিকা বা কাজ-কর্মে সহায়তা করবার জন্য যে ছেলেটি বা মেয়েটি আমাদের বাড়ীতে পরিশ্রম করছে তাকে শিক্ষিত করে তোলা। তাকে অন্ততপক্ষে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা।

(২) স্কুল, কলেজ বা ইউনিভার্সিটিতে যারা পড়ছেন তারা একটি স্কোয়ার্ড গঠন করে পাড়ার ছেলে-মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করতে পারেন।

(৩) বস্তির নিরক্ষর ছেলে-মেয়েদের নিজ উদ্যোগে বাড়ীতে এনে পড়াশোনা করানো। যেসব প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রী বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেছে— তাদের বই-খাতা প্রদান করতে হবে।

(৪) প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে অবসর সময়ে গিয়ে (যারা শিক্ষক নন, কিন্তু শিক্ষিত) তারা অধিক আকর্ষণীয় করে ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠদান করতে পারেন।

(৫) শিক্ষাকে আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে। বয়স্ক শিক্ষা গ্রহণে অনেকেই সংকোচবোধ করে থাকেন। এ কারণে বয়স্ক শিক্ষায় পিছিয়ে যান। শিক্ষা গ্রহণের জন্য বয়স কোন বাধা নয় তা যথার্থভাবে তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে সমাজ কল্যাণ সংঘ বা সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুলো বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে।

(৬) সমাজ সেবামূলক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযান কার্যক্রমকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং গুরুত্ব সহকারে তা পর্যালোচনা করে বাস্তবমুখী প্রকল্প প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়িত করতে হবে।

(৭) এই সব সমাজ কল্যাণ সংগঠনের পক্ষ থেকেই শিক্ষার প্রসার এবং উন্নয়নের নিমিত্তে তাদের অভিজ্ঞতা এবং পরামর্শ সরকারের নিকট পেশ করতে পারে।

(৮) প্রাথমিক শিক্ষার পর কারিগরি শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। এবং এই সব প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা করার জন্য উদার বিত্তবান সমাজসেবী এবং সফল ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে আসতে হবে।

(৯) বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত যেমন হোটেলের বয়, খোলা খাদ্যের শিশু বিক্রেতা, ক্যারিয়ার বহনকারী শিশু শ্রমিকদের সংগঠন করে তাদের অবসর সময়ে শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

(১০) শিক্ষার সুফল সম্পর্কে নিরক্ষর জনগণকে আকৃষ্ট করতে হবে। অন্যের কল্যাণে যে জীবন উৎসর্গকৃত হয় সে জীবনই মহৎ জীবন। সব সময় যে নিজেকে নিয়ে ভাবে সেই মূর্খ। কাজেই শিক্ষিত লোকের কাজই হচ্ছে মানবতার কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করা। মানুষের সেবা করার মাধ্যমেই স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভ করা যায়।

সুতরাং উপরোক্ত কাজগুলো কার্যতঃ কিছুটা কষ্টকর হলেও চিন্তা-ভাবনার উৎকর্ষতায় অনেক উন্নত, অনেক আনন্দের। বিবেকের কাছে জয়ী হতে পারাটাই সর্বোত্তম সার্থকতা বেঁচে থাকার।

জনসেবা অর্থ আনয়ন করে না। তবে অর্থের চেয়েও অনেক বেশী মূল্যবান মনুষ্যত্ব দান করে, যা কোটি কোটি অর্থের বিনিময়েও অর্জিত হয় না। আমাদের দেশকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করার দায়িত্ব আমাদের। সুতরাং এ কর্তব্য থেকে বিরত থাকার অর্থই হচ্ছে বিবেকের কাছে ছোট হয়ে যাওয়া। আসুন আমরা সবাই মিলে মানবিক স্বার্থে দেশকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করে স্বনির্ভর জাতি হিসাবে মাথা তুলে দাঁড়াবার মহান দীক্ষায় উজ্জীবিত হই।

—ফারজানা ইসলাম ছন্দা